CHRI 2018

কারাগার কর্মকর্তাদের জন্য গাইড

উদ্বাস্তুস্ড় এবং শরণার্থী

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the practical realisation of human rights in the countries of the Commonwealth

একজন উদ্বাস্ত ও শরণার্থীর মধ্যে কি পার্থক্য ?

উদ্বাস্ত অবস্থান সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের 1951 শালের সাধারণ সভা (এতদুল্লিখিত উদ্বাস্ত সম্মেলন) ব্যক্ত করে যে উদ্বাপ্ত হলেন এমন ব্যক্তি যিনি জাত,পাত,জাতি,ধর্ম,বা কোনো একটি সামাজিক গোষ্টিভুক্ত হওয়ার,বা রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে দেশত্যাগী এবং স্বদেশে ফিরে যেতে চান না বা ইচ্ছা প্রকাশ করেন না ও স্বদেশের দ্বারা রক্ষিত হতে চান না।

সেইহেতু, একজন পুনর্বাসনপ্রার্থী তিনিই যিনি উদ্বাপ্ত হিসেবে থাকার দাবি প্রার্থনা করেন যদিও তার প্রার্থনার যথার্থতা তখনও বিবেচিত হয় নি।যখন কোনো ব্যক্তি নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে তার স্বদেশ ত্যাগ করে পালিয়ে অন্য দেশে এসে অভিবাসন চায় তখন সে পুনর্বাসনের প্রার্থনা করে।

আন্তর্জাতিক উদ্বাপ্ত আইন একজন আশ্রয়প্রার্থিকে "সম্ভাব্যউদ্বাস্ত" হিসেবে পরিগণিত করে।যথার্থ আশ্রয় প্রার্থীকে সন্ধেহের উর্ধে রাখা হয় এবং উদ্বাস্তর সমপ্ত সুযোগ-সুবিধা ততক্ষণ পর্যন্ড় দেওয়া হয় যতক্ষণ না তার উদ্বাপ্তর দাবি দক্ষ আধিকারিক দ্বারা সম্পূণ্রূপে বাতিল করা হয়।

একজন উদ্বাস্ত হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে কি ?

কোনো ব্যক্তি উদ্বাপ্ত হিসেবে পরিগণিত হতে চাইলে, তাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্তগুলি মেনে চলতে হবে:

১. নিগৃহীত হওয়ার ভয় সংক্রান্ড় বা তার দেশের দ্বারা তার বির"দ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়ার প্রমাণ.

২. নিগৃহীত হওয়ার ভয়ের ভিত্তি থাকতে হবে অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও বিধেও থাকতে হবে.

৩. নিগ্রহের কারণগুলি অবশ্যই হতে হবে
   - ক) জাত
   - খ) ধর্ম
   - গ) জাতি
   - ঘ) কোনো একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্প্রদায়ের সভ্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শ.

৪. ব্যক্তিটিকে অবশ্যই তার জন্মভূমি বা বাসযোগ্য গৃহের বাইরে থাকতে হবে.

৫. ব্যক্তিটি হয় অক্ষম,নতুবা সেই ভয়ের কারণে নিজের জন্মভূমির দ্বারা প্রতিপালিত হতে অনিচ্ছুক.

পুনর্বাসন প্রার্থীরা কি অবৈধ ?

মানবাধিকার আইনের (1948) 14 নম্বর ধারার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী প্রত্যেকের পুনর্বাসনের অধিকার আছে এবং উদ্বাস্ত সম্মেলন আরও বলে যে কোনো দেশই বিপন্ন জীবন ও স্বাধীনতার ভয়ে পালিয়ে আশা অবৈধ প্রবেশকারীদের উপর জরিমানা চাপাতে পারে না।

তাই, তোমার মক্কেল যদি একজন উদ্বাস্ত বা শরণার্থী আশ্রয়প্রার্থী হয়,তাহলে তাকে কোনরকম গ্রেফতার,অভিযুক্ত বা দোষারোপ করা যায় না কেবলমাত্র বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া অন্য দেশে প্রবেশের অপরাধে কোনো প্রাথমিক তদন্তের পূর্বে এবং উপযুক্ত আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনার আগে।.

যদি আমার মক্কেল একজন আর্থিক উন্নতিকামী দেশান্তরী না হয়ে উদ্বাপ্ত বা পুনর্বাসন প্রার্থী হয়, তাহলে তা কি পার্থক্য সৃষ্টি করে?

উদ্বাস্ত এবং আশ্রয় প্রার্থীকে একজন আর্থিক উন্নতিকামীর সাথে একই অবস্থানে দেখা উচিত নয়। উদ্বাপ্তরা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী স্বসস্ত্র বিপবের নিগ্রহ থেকে পালিয়ে বাঁচা ব্যক্তি।তাদের অবস্থা প্রায়শই এমনই বিপদ সঙ্কুল ও অসহনীয় থাকে যে তারা জাতীয় সীমা অতিক্রম করে অন্য দেশের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ইউএনএইচসিআর এবং অন্য মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে।

দেশান্ড়রি হবার কারণ নির্বিশেষে আস্তর্জাতিক অভিবাসীরা তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান পরিবর্তন করে ও ভ্রমণকারী বা ব্যবসায়ীদের মত এরা বিদেশ যায় কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। মূলতঃ অভিবাসী ও উদ্বাপ্ত এক নয়, আর তাই আস্তর্জাতিক আইনে এদের সম্পূর্ন ভিন্ন ভাবে দেখা হয়।

উদ্বাস্ত সভার 31তম ধারা উদ্বাস্তদের উপর থেকে অনধিকার প্রবেশের জন্য ধার্য্য জরিমানা মকুব করে দেয়। এই ব্যবস্থার পিছনে যৌক্তিকতা হলো, একজন উদ্বাস্তর বেআইনি অনুপ্রবেশের সঠিক কারণ থাকতে পারে বিশেষত যখন সে বা তারা নিজের দেশের দ্বারা গুর স্তর হুমকির ভয়ে ভীত। প্রায়শই উদ্বাস্ত শরনার্থী স্বদেশের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ফলে পালিয়ে আসার সময় বৈধ অনুমতিপত্র জোগার করে উঠতে পারে না যা তাদের অন্য দেশে ভ্রমনের অনুমতি দেয় না।..

উদ্বাস্ত সভার 33তম ধারা, বলপূর্বকপ্রেরণ না করার নীতির কথা বলে।এই নীতি কোনো রাজ্যকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উদ্বাপ্তকে বিতারিত বা ফেরত নিতে নিষেধ করে যেখানে তার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে তার জাত,পাত,জাতি, ধর্ম, কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠিভুক্তি, বা রাজনৈতিক মতাদর্শ জনিত কারণে।

আমার মক্কেল একজন উদ্বাস্ত ও পুনর্বাসন প্রার্থী, একজন অর্থনৈতিক উন্নতিকামী নন, এই কথা আমি কি ভাবে বলতে পারি?

মক্কেলের সাথে আগেই কথা বলে রাখতে হবে। যদি তোমার মক্কেল একজন বিদেশী হয় যে কিনা বিদেশী আইনে অভিযুক্ত ও বিচারাধীন, তাহলে তুমি কখনই তাকে অর্থনৈতিক উন্নতিকামী বলে চিন্হিত করবে না যতক্ষণ না সে নিজে সেকথা বলে।মক্কেলকে হতোদ্যম করা অত্যস্ত জর"রী এই বলে যে সে কি কারণে তার দেশ ছেড়েছে এবং সে ফিরে যেতে ইছুক ও সক্ষম কিনা।

উদ্বাস্তদের কোন দায়িত্ব আছে কি?

উদ্বাস্ত কনভেনশনের আর্টিকেল 2 অনুসারে প্রতিটি উদ্বাপ্ত আশ্রয়কারী দেশের যে আইন ও প্রবিধান রয়েছে সেগুলি মেনে চলার দায়িত্ব রয়েছে।

উদ্বাপ্ত সভা'র কাজকর্ম কি ভারতে প্রযোজ্য?

ভারতবর্ষ উদ্বাস্ত সভার ও তার 1967 খসড়া-দলিলপত্রের স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। তাই এই সভার দ্বায়বদ্ধতা ভারতের উপর বর্তায় না। সময়ের সাথে সাথে, উদ্বাস্ত সভার কিছু কিছু প্রচলিত শর্তাবলী আস্তর্জাতিক আইনানুগ ব্যবস্থায় ভারতে সিদ্ধ।এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট শাসন-প্রণালী

না থাকায়, উদ্বাস্তুরা 1946 বিদেশী-আইন দ্বারা এখনো রক্ষিত।

বিদেশী-আইন উদ্বাস্তু ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে না বা উদ্বাস্তুকে বিশেষ সম্প্রদায় বলে ব্যাখ্যা করে না যারা মানবসম্প্রদায়ের জন্য নির্দিস্ট সুরক্ষা আশা করে। যদিও এটি প্রমাণ করে না যে ভারতের কোনো উদ্বাস্তুনীতি নেই, তবু এই বিষয়ে কোন বিধান মন্ডলীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে, উদ্বাস্তুনীতি এককালীন ও অনুর্পিত শাসন ব্যবস্থার উপর দাড়িয়ে আছে।

উদ্বাস্তু-সভার স্বাক্ষরিত সদস্য না হওয়া স্বত্তেয় ভারত একটি দীর্ঘ সংখ্যক উদ্বাস্তুদের ধারণ করে চলেছে।ভারত সরকার ইউএনএইচসিআর অনুমোদিত উদ্বাস্তুদের ভিসার অনুমতি দেয়। উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন প্রার্থীদের ভারত সরকার মৌলিক কিছু সুবিধা যেমন স্বাস্থ্য,শিক্ষা, এমনকি আইন ও বিচার ব্যবস্থার সুযোগও প্রদান করে।ভারতবর্ষ 1995 সাল থেকে ইউএনএইচসিআর-এর কার্য নির্বাহক সমিতির একজন সদস্য।

সেইহেতু সাধারণ উদ্বাস্তু সুরক্ষা নীতি বিশেষ রূপে ভারতে প্রযোজ্য।

ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু পদমর্যাদা দানের অধিকারী কে ? কে বা কারা বিধিসঙ্গত যোগ্য আধিকারিক ?

ভারতবর্ষে কোনো নির্দিষ্ট আইনসিদ্ধ উদ্বাস্তু শাসন ব্যবস্থা নেই। কিছু উদ্বাস্তু সম্প্রদায় (যেমন তিব্বতী ও শ্রীলংকার নাগরিক) এর ক্ষেত্রে ভারত সরকার পুনর্বাসনের অনুমোদন ও সাহায্য দিয়ে থাকেন. এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে, ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফুইজিস (ইউএনএইচসিআর) নিবন্ধীকরণ ও উদ্বাস্তু মান নির্ণয় (আরএসডি) করে থাকেন।

ইউএনএইচসিআর স্বীকৃত উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত সরকারেরও নির্দিষ্ট নীতি আছে তাদের থাকবার অনুমতিপত্র দেবার।

1950 সালের 14ই ডিসেম্বর ইউ এন সাধারণ সভায় ইউএনএইচসিআর প্রতিষ্ঠিত হয়. ইউএনএইচসিআর এর প্রধান নির্দেশ হলো উদ্বাস্তুদের ও পুনর্বাসন প্রার্থীদের রক্ষা করার আন্তর্জাতিক পদক্ষেপকে পরিচালন ও সংগঠিত করা এবং বিশ্বজুড়ে উদ্বাস্তু সমস্যার অনুষ্ঠিত সন্মেলনে গৃহীত উদ্বাস্তুদের অবস্থানের সুরে সুর মিলিয়ে সমাধান করা।

রোহিঙ্গাদের কি শরণার্থী বলে মনে করা হয়? কেন?

হ্যাঁ, রোহিঙ্গারা হল মাইনমারের জাতিগত সংখ্যালঘু, যারা রাখিনে বা আরাকানের পশ্চিম প্রদেশে বাস করে। 135 টি জাতিগত সম্প্রদায়ের মত সরকারি তালিকাভুক্ত না হওয়ার কারণে রোহিঙ্গাদের মাইনমারের অধিবাসী বলে মনে করা হয় না। বিবাহ, চাকুরী বা স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সরকারি সংস্থাগুলি এদের অনুমতি নিতে বাধ্য করে। এমনকি জন্ম তালিকাভুক্ত করাও তা থেকে বাদ যায় না। অনুমতির বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ দিতে হয়।

অর্ধ মিলিয়নের বেশী রোহিঙ্গা হিংস্রতার জন্য মাইনমার ছেড়ে চলে গেছে। সর্বশেষ প্রস্থান শুর্ হয় 25শে আগষ্ট, 2017, যখন মাইনমারের রাখিনে প্রদেশে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়।প্রতিরক্ষা বাহিনী ও রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। যার ফলে শত শত মৃত্যু ঘটে ও বিশাল বসতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর মিলিটারি অত্যাচার বাড়াতে হাজার হাজার মানুষ সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা, শিশু এবং নবজাত শিশুও আছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও ইউ. এন (UN) রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার খর্ব করার উপর ব্যাপক লেখালেখি চালিয়েছে। এর মধ্যে নির্বিচারে হত্যা, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ি সম্পত্তি জ্বালানো ও অন্যান্য হিংস্রতাও আছে।

কিভাবে এদের চিহ্নিত করা হয়?

রোহিঙ্গারা মাইনমারের সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলিম এবং সংখ্যায় পুরো দেশের জনসংখ্যার 8 শতাংশ। এরা অধিকাংশ রাখিনে প্রদেশের উত্তরে বাস করে, বিশেষ করে মাউনডা (Maundaw), বুথিডাং (Buthidaung), রাথেডাং (Rathedaung), আকিএব (Akyab), এবং কিওকটার (Kyauktaw) আশেপাশে।

রাখিনেপ্রদেশের বেশিরভাগ মুসলমান নিজেদের রোহিঙ্গা বলে। তাদের ভাষা (রোহিঙ্গা) এসেছে বাংলা থেকে এবং কিছুটা নিকটস্থ বাংলাদেশের চিটাগাং - এর ভাষার সাথে মিল আছে। রোহিঙ্গারা এখানে 1200 বছর ধরে বাস করছে, তারা নিজেদের এখানকার আদিম বাসিন্দা বলে মনে করে। অন্যদিকে মাইনমার সরকার ও বুদ্ধিষ্ট রাইট উইং ন্যাশনালিষ্টরা তাদের বাইরের লোক বলে মনে করে।

চিহ্নিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি :

১. **ভৌগলিক বর্ণন** - রোহিঙ্গারা সাধারণতঃ যেখানে বাস করে রাখিনে প্রদেশে চারটে প্রধান জেলা আছে। সিটবে (Sittwe), মাউনদহ (Maundaw), কিউকটহ (Kyauktaw), ও থানডেও (Thandwe)। আছে 17 টি শহরতলী, প্রধানগুলি হল মাউনদহ, বুথিডাং, রাথিডাং, সিটবে, কিউকটহ ।

২. **ধর্ম** - রোহিঙ্গারা সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলিম ও হানাফি সেক্ট মতের।

৩. **ভাষা** - এরা রোহিঙ্গা বা আনসোলিক ভাষায় কথা বলে। এটা অনেকাংশে চিটাগাঙের বাংলা, সঙ্গে মিশেছে উর্দু, আরবি, ইংরেজি এবং বার্মিজ। এদের ভাষা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্টানডারডাইজেশন (ISO) দ্বারা স্বীকৃত, কিন্তু এদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই।

৪. **চেহারা** - এরা মাইনমারের মঙ্গলিয়ানদের মতো দেখতে নয়, বরং বাঙালিদের সঙ্গে মিল আছে এদের।

৫. **শিক্ষা** - রোহিঙ্গাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম।[২] বাচ্চাদের স্কুল ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা খুব বেশি।গ্রামে স্কুলের সংখ্যা অনেক কম, বেশিরভাগ কলেজ, ইউনিভার্সিটি আছে সিটবেতে। এখানে বার্মিজ ভাষা অবশ্য পাঠ্য।[৩]

৬. **পেশা** - এরা পেশায় বেশিরভাগ মৎসজিবী, চাষি বা প্রশিক্ষণহীন শ্রমিক। সরকারি চাকরি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই এদের। কিছু স্থানীয় স্কুলে কাজ করে।

৭. **বাড়ি** - এদের বাড়িগুলো সাধারণতঃ গোলাকৃতি, বাঁশের দেওয়াল, মাটির মেঝে ও খড়ের চাল। চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া।

---

১ ইউএনএইচসিআর এর পরিসংখ্যান, জানুয়ারী 2018

২ https://www.voanews.com/a/myanmar-rohingya-children-losing-future-without-education/3203595.html; 60 % have never even been to school because their families are too poor and an estimated 80 % of Rohingya are illiterate. কখনো স্কুলে যায়নি কারণ তাদের পরিবার খুব দরিদ্র এবং আনুমানিক 80% রোহিঙ্গা অশিক্ষিত।

৩ রাখিনে রাজ্যের 7 টি বিশ্ববিদ্যালয়ের, 3 টি সিটবে য়েতে অবস্থিত।

পুলিশ হেফাজতে থাকা ব্যক্তি কিভাবে আশ্রয়ের জন্য দরখাস্ত করবে?

বি. এস. এফ(BSF) আটক করে নিকটবর্তী পুলিশ থানায় হস্তান্তরিত করে, S 14 Foreigners' act, 1946, ধারায় মামলা রুজু হয় এবং বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়।

কাগজ /নথিপত্র আছে।

কোন কাগজ /নথিপত্র নেই এবং UNHCR এর সাথে কখন যোগাযোগ হয়নি।

UNHCR দ্বারা নথিপত্রের সত্যতা যাচাই করানো।.

প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ভরে UNHCR এ জমা করা। (Annexure 1)

কাগজের সত্যতা যাচাই হলে ছাড়া পাবার জন্য দরখাস্ত দেওয়া।

ফর্মটি UNHCR এ পাঠানো। নিচে দেখ UNHCR এ কিভাবে কাজ হয়।

ইউএনএইচসিআর অফিসের মাধ্যমে নতুন দিল্লিতে আশ্রয় প্রার্থী হওয়ার পধ্যতি

ইউএনএইচসিআর এর তালিকাভুক্তকরণ।

- ইউএনএইচসিআর আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত করে এবং তাকে / তার অধীন নজরদারি সার্টিফিকেট (ইউসিসি) এবং শরণার্থী স্থিতি নির্ধারণ (আরএসডি) নিয়োগের চিঠি দেয়।
- আবেদনকারী আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে স্বীকৃত হয়।

↓

ইউএনএইচসিআর শরণার্থী স্থিতি নির্ধারণ (আরএসডি) ইন্টারভিউ পরিচালনা করে।

↓

আরএসডি সাক্ষাৎকারের সিদ্ধান্ত।

← যদি আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে স্বীকৃত হয়, ইউএনএইচসিআর একটি আশ্রয়প্রার্থী পরিচয়পত্র প্রদান করে।

→ প্রত্যাখ্যাত হলে, প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি ইউএনএইচসিআর কর্তৃক ফাঁকা আবেদন ফর্মের মাধ্যমে জারি করা হয়।

↓

আবেদনকারিকে 30 দিনের মধ্যে UNHCR এর কাছে দরখাস্ত করতে হবে।

↓

আবেদন জমা হলে UCC (আন্ডার কনসিডারেশন সার্টিফিকেট) বাড়ানো হয়। আবেদনের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে থাকা যায়।

↓

আবেদনের রায়।

← উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হলে UNHCR উদ্বাস্তু প্রমাণ পত্র দেয়।

→ আবেদন বিবেচিত না হলে UNHCR আবেদনকারিকে নাকচ করে পত্র দেয় এবং সে আর আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হয় না ও হেফাজতে ফিরে যায়।

↓

Reopening requests may be made after rejection on appeal. Reopening is not a right. UNHCR will consider the requests at its discretion. Repeat requests for reopening shall not be considered.

Annexure 1

হেফাজতে রাখা আবেদনকারিদের সাধারণ তথ্য

১. পৌছনোর তারিখ:
২. আনুমানিক পৌছনোর তারিখ ভিন্ন নাম: : হ্যাঁ /না:
৩. সম্পূর্ণ নাম:
৪. পারিবারিক নাম:
৬. পিতার নাম:
৭. মাতার নাম:
৮. লিঙ্গ:
৯. দেশ ও জন্মস্থান:
১০. জন্ম তারিখ:
১১. আনুমানিক জন্ম তারিখ: হ্যাঁ /না:
১২. দেশোদ্ভুত
১৩. নাগরিকত্ব:
১৪. নিকটবর্তী পারিবারিক সদস্য (মাতাপিতা, ভাইবোন, স্ত্রী ও সন্তান) হারিয়ে যাওয়া /মৃত:

নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ / বয়স	বাসস্থান	জন্মভূমি	জন্মস্থান	বিবাহিত / অবিবাহিত	দেশে অবস্থা (PRS/ASY/ উদ্বাস্তু/ নাগরিক/OTH)

১৫. দেশের শেষ ঠিকানা :
১৬. বিবাহিত /অবিবাহিত :
১৭. বহুমুখী সম্পর্ক :হ্যাঁ /না :
১৮. ধর্ম:
১৯. জাতিভুক্ত:
২০. শিক্ষা:
২১. পেশা:
২২. বন্দিশালার নাম:
২৩. বন্দিথাকার সময়কাল:
২৪. বিচারাধীন/ সাজাপ্রাপ্ত আসামী /সাজা উত্তীর্ণ ব্যক্তি (যথাযথ স্থানে টিক করন)
২৫. নির্দিষ্ট প্রয়োজন:
২৬. যোগাযোগ করার জন্য তথ্য:
২৭. ASR ও উদ্ধাস্তু পত্রের জন্য রেজিস্ট্রেশন নং লিখুন

কোথায়	রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	অবস্থা প্রাপ্ত	মন্তব্য

২৮. বন্দি পারিবারিক সদস্যদের নাম (যদি প্রযোজ্য):
২৯. নথিপত্র - তাদের তালিকা:

দেশ	থেকে(তা/মা/ব)	পর্যন্ত (তা/মা/ব)	ঠিকানা

৩০. ভারতে প্রবেশের পূর্বে ভিন্ন দেশে থাকার সময়কাল:হ্যাঁ /না, দেশের নাম:
৩১. মন্তব্য(যদি প্রযোজ্য):
৩২. ফর্ম পূরণের তারিখ:

আবেদনকারির হস্তাক্ষর /বৃদ্ধাঙুষ্ঠের ছাপ

রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নাম ও হস্তাক্ষর

Annexure 2

PRISONER'S PETITION

From: _____ s/o _____
Date of Admission: _____
Case Ref No. _____
Under sections: _____

To,
DG Prisons/SLSA/DLSA/SDLSC
(Address)

Dated:

Through,
The Superintendent,
_____Prison

বিষয়: উএ চৎরংড়হ/ঝখঝঅ/উখঝঅ/ঝউখঝঈ এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আবেদন পত্র

মহাশয়,
আমি, _____ পুত্র /কন্যা, বিচারাধীন /সাজাপ্রাপ্ত বন্দি অভিযুক্ত /অপরাধী u/s _____, _____ কোর্টে (কেস রেফারেন্স নং_____) এবং বর্তমানে আটক আছি _____ কারাগারে _____ থেকে।

আমি ভারতে আশ্রয় নিতে চাই কারণ আমি নিজের দেশে _____, _____ এলাকায় ফিরে গেলে ধর্মীয় /রাজনৈতিক /অন্যান্য ভিত্তিতে নির্যাতিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি।

আমার আশ্রয় প্রার্থনা পত্রটি প্রক্রিয়াকরণে সাহায্য করে ও সরাষ্ট মন্ত্রালয় আর টঘঐঈজ (দিলি) বা অন্য প্রযোজ্য কর্তৃপক্ষ কে আমার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানালে বিশেষ বাধিত থাকিব, যাতে তারা আমার অনুরোধ বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

নমস্কারান্তে,

(নাম)
বিচারাধীন /সাজাপ্রাপ্ত বন্দি,
_____কারাগার

হস্তাক্ষর:_____

LTI/হস্তাক্ষর এ্যাটেস্টেড:

ব্যক্তি /ওয়েলফেয়ার অফিসার
_____ব্যক্তি

No.:_____/W.O Dated: _____

Counter Signed and Forwarded By
Superintendent
_____Prison

সি এইচ আর আই কর্মসূচী

দি কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সি এইচ আর আই) মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সমর্থন, ন্যায়বিচার অধিগত করা এবং তথ্য অধিগত করার মাধ্যমে 52 টি প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের একটি সংস্থায় মানবাধিকার, প্রকৃত গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রবর্তন করে। এটি গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালা, তথ্য সম্প্রসারণ এবং সমর্থন দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এর তিনটি প্রধান কর্মসূচি হলো:

১) ন্যায়বিচার অধিগত করা

আরক্ষা পুনর্গঠন করা: অনেক দেশেই আরক্ষা বাহিনীকে রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়, নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করার বদলে বরং ব্যাপক অধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যায্য বিচারের নেতৃত্ব দেয়। সি এইচ আর আই সিস্টেমিক সংস্কার এবং দায়িত্বশীলতা প্রবর্তন করে যাতে ভারতে পুলিশ আইনের শাসনের সমর্থক হিসাবে কাজ করে। (সি এইচ আর আই এর কর্মসূচি তথ্য এবং মতামত, স্থল বাস্তবতা উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে এবং পুলিশ সংস্কার সমর্থন করে। দক্ষিণ এশিয়ায় সিআরআরআই এই সংস্কারের প্রতি সুশীল সমাজের যোগাযোগকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে। পূর্ব আফ্রিকা এবং ঘানায়, সি এইচ আর আই পুলিশ এর দায়িত্বশীলতা বিষয়-এ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের পরীক্ষা করছে।

কারাগার সংস্কার: সি এইচ আর আই একটি ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অ-ব্যবস্থাকে প্রকাশ করার কাজ করে। একটি প্রধান এলাকার আইনী ব্যবস্থার ব্যর্থতাগুলি তুলে ধরেছে যার ফলশ্রুতি অতি বেশি লোক সমাগম, দীর্ঘ প্রাক-বিচারের আটক বন্দী এবং কারাগারের অতিরিক্ত বন্দী থাকা। আমরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার পুনরূদ্ধার পুনর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করি এবং যা এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় উন্নতি আনতে পারে এবং ন্যায়বিচার এর জন্য প্রশাসনের উপর প্রভাব ফেলে।

২) তথ্য গ্রহন

কমনওয়েলথ জুড়ে তথ্য গ্রহণ ও প্রচারে প্রধান সংস্থাগুলির একটি হিসাবে সি এইচ আর আই-কে স্বীকার করা হয়। এটি দেশগুলিকে তথ্য অধিকার (আরটিআই) আইন রক্ষার এবং বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসাহিত করে। এটি আইন প্রণয়নে সহায়তা করে এবং ভারত, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও ঘানার তথ্য অধিকার আইন এবং প্রথা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ঘনায়, সি এইচ আর আই হলো আরটিআই সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশনের জন্য সচিবালয়। আমরা নতুন আইনকে সমালোচনা করি এবং সরকার ও নাগরিক সমাজের জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম চর্চা আনতে হস্তক্ষেপ করি, যখন আইনগুলি খসড়া তৈরি করা হয় এবং প্রথম বাস্তবায়নকালেও। প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিচারব্যবস্থা, সি এইচ আর আই-কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের অনুমতি দেয়।

৩) আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং প্রোগ্রামিং

সি এইচ আর আই মানবাধিকারের দায়বদ্ধতার সাথে কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রগুলির 'সম্মতি এবং মানবাধিকারের অভাবের সমর্থক নিরীক্ষণ করে। আমরা কমনওয়েলথ মন্ত্রনালয়-এর অ্যাকশন গ্রুপ, জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান কমিশন ফর হিউম্যান ও পিপলস রাইটস সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে জড়িত। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনাতে কমনওয়েলথ সদস্যদের দ্বারা গঠিত মানবাধিকার পর্যালোচনা সহ চলমান উদ্যোগ। উপরন্তু, আমরা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা, মুক্ত মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের স্থান এবং তাদের শক্তিশালীকরণের জন্য চাপের সময় জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারির জন্য তত্বাবধান করি।

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ
3rd floor, 55A, Siddhartha Chambers, Kalu Sarai
New Delhi - 110 016
Tel: +91-11-4318 0200
Fax: +91-11-4318 0217
Email: chriprisonsprog@gmail.com
Website: www.humanrightsinitiative.org